46

DEC. 1 8 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না!

ফখরে আলম ॥ বাধ্যতামূলক হলেও দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই আদেশ অধিকাংশ মাদ্রাসা অমান্য করে দেশ ও জাতির প্রতি অসম্মান করছে। বিষয়টি সম্পর্কে কম-বেশি জানা থাকলেও মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

বাধ্যতামূলক হওয়া

(প্রথম পাতার পর)

খবর নিয়ে জানা গেছে, বিদেশী দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে দেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-মাদ্রাসা, স্কুল, কিন্ডারগার্টেনে প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের নিয়ম রয়েছে। যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জায়গার অভাব থাকে তাহলে ক্লাস শুরুর আগে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে। আর এ সময় ছাত্রছাত্রী, উপস্থিত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে তারা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে না, মাঠ পর্যায় থেকে এমন বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে ১৯৯০ সালের ২৭ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব স্মারক নং প্রশাঃ ১/১০(৩৩)/৯০/৭৫০০০ চিঠির মাধ্যমে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এ সংক্রান্ত এক আদেশ প্রদান করে।

এই আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরুর আগে প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই অভিযোগ বেশি। আদেশে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক উল্লেখ করে তা পরিবেশনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এই আদেশ পাওয়ার পরও বেশির ভাগ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চুপ করে থাকে।

যশোরের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা বারান্দিপাড়া এলাকার যশোর আমিনিয়া আলীয়া মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় কোনদিনই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সামদানি বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। এতদিন অন্যায় হয়েছে। জানুয়ারি থেকে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমাদের কাছেও এমন অভিযোগ আসে। কিন্তু আদেশ অমান্যের জন্য কি শাস্তির বিধান আছে তা জানা না থাকার কারণে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।